কমপিউটার জগৎ-এর আয়োজনে শেষ হলো দেশের প্রথম ই-বাণিজ্য মেলা

মইন উদ্দীন মাহ্‌মুদ

'জনগণের হাতে কমিপউটার চাই'– স্লোগানকে সামনে রেখে ১৯৯১ সালের মে মাসে অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল 'মাসিক কমপিউটার জগৎ'-এর। মাসিক কমপিউটার জগৎ এ দেশের জনগণকে তথ্যপ্রযুক্তিতে সচেতন করার প্রথাগত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়েই আবদ্ধ থাকেনি বরং কমপিউটার নামের যন্ত্রটিকে সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত করে তোলার জন্য প্রযুক্তি আন্দোলনের দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে গেছে প্রথাগত সাংবাদিকতার বৃত্ত ভেঙে। তাই কমপিউটারকে সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত করতে কখনও ডিঙ্গি নৌকায় করে নিয়ে যেতে হয়েছে বুড়িগঙ্গার ওপারে জিঞ্জিরায়, কখনওবা কুমিল্লার মুরাদনগরে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্য নিয়ে আয়োজন করতে হয়েছে বহু সংবাদ সংম্মেলন, কমপিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ও মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনী। এরই ধারাবাহিকতায় কমপিউটার জগৎ সম্প্রতি আয়োজন করল বাংলাদেশের প্রথম 'ই-বাণিজ্য মেলা ২০১৩'। এ মেলার স্লোগান 'ঘরে বসে কেনাকাটার উৎসব'। পাবলিক লাইব্রেরির (সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারে) ৭-৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশে প্রতিবছরই বিভিন্ন বিষয়ে, বিভিন্ন শিরোনামে বিভিন্ন পণ্য ও সেবার ওপর মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে– যেমন বাণিজ্য মেলা, কমপিউটার মেলা, সফটওয়্যার মেলা, বই মেলা, বিজ্ঞান মেলা, প্রযুক্তি মেলা, ইন্টারনেট মেলা ইত্যাদি। এসব মেলা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। অনুরূপভাবে বা তার চেয়ে বেশিই মাত্রায় অবদান রাখতে পারে ই-কমার্স বা ই-বাণিজ্য মেলা, যা এখনও আমাদের দেশে শুরু হয়নি ই-কমার্স বা ই-বাণিজ্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে।

মেলায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবর্গ

অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এমপি | *মো: নজরুল ইসলাম খান* | *শেখ ইউসুফ হারুন* | *নুরুল ইসলাম তালুকদার*

মো: মুজিবুর রহমান | *অরিন্ড ক্লাক্কার হাউগ* | *শামীম আহমেদ* | *মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল*

'ই-বাণিজ্য মেলা-২০১৩' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন

বাংলাদেশে ই-বাণিজ্য নিয়ে নব্বই দশকের শেষের দিক থেকে বিভিন্ন প্রচেষ্টা শুরু হয়। তবে ইন্টারনেটে অর্থ লেনদেনের কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় এসব প্রচেষ্টা সফলতার মুখ দেখতে পায়নি। ২০০৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক ইন্টারনেটের মাধ্যমে অর্থ লেনদেন করার অনুমিত দেয় এবং এর ফলে বাংলাদেশে ই-বাণিজ্যের বিস্তারের ক্ষেত্রে একটি বিশাল বাধা দূর হয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে বেশ কয়েকটি ই-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু ইন্টারনেটে কেনাকাটায় এ দেশের সাধারণ মানুষ এখনও তেমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি বললে ভুল বলা হবে, বরং বলা যায় ই-বাণিজ্য সম্পর্কে বেশিরভাগ সাধারণ মানুষের কোনো ধারণা নেই। তাই এ দেশের মানুষের মধ্যে ই-বাণিজ্য নিয়ে সচেতনতা তৈরি করা এবং সাধারণ মানুষকে ইন্টারনেটে কেনাকাটায় উৎসাহিত করার জন্যই কমপিউটার জগৎ বাংলাদেশে ▸

মেলায় বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখছেন সাহারা খাতুন এমপি, এন.আই. খান, নাজমা কাদের ও মো: মুজিবুর রহমান

ই-বাণিজ্য ১ ট্রিলিয়ন ছাড়িয়েছে

বিশ্বে সবচেয়ে এগিয়ে যুক্তরাষ্ট্র

২০১২ সালে প্রথমবারের মতো বৈশ্বিক ই-বাণিজ্য (অনলাইন খুচরা বিক্রি) এক ট্রিলিয়ন তথা ১ লাখ কোটি ছাড়িয়েছে। এতদিন যুক্তরাষ্ট্র শীর্ষে থাকলেও এ বছর সবচেয়ে সম্ভাবনাময় চীন। সম্প্রতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ই-মার্কেটার জানায়, গত বছর ই-বাণিজ্য ২১.১ শতাংশ বেড়ে এক ট্রিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে। এশিয়ায় বাজার দ্রুত বড় হওয়ায় এ বছর ১৮.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি আসবে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি জানায়, ২০১২ সালে সবচেয়ে বেশি ই-বাণিজ্য হয় উত্তর আমেরিকায়। এ অঞ্চলে ই-বাণিজ্য ১৩.৯ শতাংশ বেড়ে হয় ৩৬৪ বিলিয়ন তথা শতকোটি ডলার। কিন্তু এ বছর এসে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় হয়ে উঠেছে এশিয়া। আশা করা হচ্ছে ২০১৩ সালে এ অঞ্চলে ই-বাণিজ্য ৩০ শতাংশ বেড়ে হবে ৪৩৩ বিলিয়ন ডলার।

ই-মার্কেটার জানায়, গত বছর ই-বাণিজ্যে শীর্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হয় ৩৪৩ বিলিয়ন ডলার। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা জাপানে বিক্রি হয় ১২৭ বিলিয়ন ডলার, তৃতীয় হওয়া ব্রিটেনে বিক্রি হয় ১২৪ বিলিয়ন ডলার এবং ১১০ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করে চতুর্থ অবস্থানে আসে চীন। আশা করা হচ্ছে, চলতি বছর চীনে ই-বাণিজ্য ৬৫ শতাংশ বেড়ে হবে ১৮১ বিলিয়ন ডলার। এতে দেশটির অবস্থান হবে দ্বিতীয়।

এ বছর শীর্ষবাজার যুক্তরাষ্ট্র থাকলেও দেশটির ই-বাণিজ্য ১২ শতাংশ কমে হবে ৩৮৪ বিলিয়ন ডলার। ই-মার্কেটার জানায়, চীনে ই-বাণিজ্যে মাথাপিছু ক্রয় কম হলেও ক্রেতা বাড়ছে। বলা হয়, ২০১২ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে দেশটিতে অনলাইন ক্রেতার সংখ্যা দ্বিগুণ হবে।

প্রথমবারের মতো এ মেলা আয়োজন করে।

ই-বাণিজ্য মেলা ২০১৩-এর আহ্বায়ক মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল জানান, এ মেলা আয়োজনের পেছনে মূল লক্ষ্যগুলো ছিল– প্রথমত, সাধারণ মানুষদের মধ্যে ই-বাণিজ্য সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো, দ্বিতীয়ত, দেশী-বিদেশী বিভিন্ন ই-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, যেগুলো বাংলাদেশে ব্যবসায় করেছে, সেগুলো এ মেলাতে তাদের পণ্য ও সেবা প্রদর্শনের সুযোগসহ সম্ভাব্য ক্রেতাদের সাথে তাদের যোগাযোগের সুযোগ তৈরি করে দেয়া। তৃতীয়ত, দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যারা ই-বাণিজ্যের সাথে জড়িত, তারা এ মেলাতে সমবেত হন এবং মিলিতভাবে বাংলাদেশে ই-বাণিজ্যের বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে আলাপ-আলোচনা করে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার সুযোগ পান।

ই-বাণিজ্য মেলায় দর্শনার্থীদের ভিড়

ই-বাণিজ্যের ইতিহাস

ই-বাণিজ্যের যাত্রা শুরু হয় ষাটের দশকে। তবে প্রথমদিকে ই-বাণিজ্যের চিত্র ছিল একটু ভিন্ন। তখন বিভিন্ন বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব কমপিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বিনিময় করত। এই বিনিময়ের জন্য এরা ইলেকট্রনিক ডাটা ইন্টারচেঞ্জ (ইডিআই) প্রযুক্তি ব্যবহার করত। এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী আরপানেট (ARPAnet) তৈরি করে, যা থেকে আজকের ইন্টারনেটের সৃষ্টি। ১৯৭৯ সালে বিখ্যাত ইংরেজ আবিষ্কারক এবং উদ্যোক্তা মাইকেল ওল্ডরিচ 'টেলিশপিং' উদ্ভাবন করেন, যা থেকে অনলাইন শপিংয়ের উদ্ভব। ১৯৮০-র দশকে ফ্রান্সে মিনিটেল নামে একটি সার্ভিস চালু হয়। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব চালু হওয়ার আগে এটিই ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় অনলাইন সার্ভিস। ওই একই সময় যুক্তরাজ্যভিত্তিক ট্রাভেল কোম্পানি থমসন হলিডে তাদের ওয়েবসাইট প্রথম বি-টু-বি অনলাইন শপিং চালু করে। তবে ই-বাণিজ্যের সত্যিকারের ব্যাপ্তি ঘটে ৯০-এর দশকে। ১৯৯১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন (এনএসএফ) বাণিজ্যিকভাবে ইন্টারনেট চালু করার ওপর থেকে সব নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার পর ইন্টারনেটের জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে যায় এবং সেই সাথে ই-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটে।

বাংলাদেশে ই-বাণিজ্যের শুরু

বাংলাদেশে ইতোমধ্যেই চালু হয়েছে ই-বাণিজ্য। ৯০-এর দশকের শেষদিকে বাংলাদেশে ই-বাণিজ্য নিয়ে চিন্তাভাবনা ও প্রচেষ্টা শুরু হলেও অনলাইনে লেনদেনের কোনো কার্যকর পদ্ধতি না থাকায় সে প্রচেষ্টা সাফল্যের মুখ দেখেনি। ২০০৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম চালু করে। এর ফলে বাংলাদেশে ই-বাণিজ্যের সূচনা হওয়ার পথে বাধা দূর হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, (http://www.bangladesh-bank.org/pub/special/14062012.pdf) বাংলাদেশ ব্যাংক চার ধরনের অনলাইন লেনদেন করার অনুমোদন দিয়েছে : অনলাইনে ইউটিলিটি বিল দেয়া, একই ব্যাংকের মধ্যে এক গ্রাহকের হিসাব থেকে অন্য গ্রাহকের হিসাবে অনলাইনে অর্থ স্থানান্তর, ক্রেতার ব্যাংক হিসাব থেকে ▸

বিক্রেতার ব্যাংক হিসাবে অনলাইনে অর্থ স্থানান্তর এবং স্থানীয় মুদ্রায় ইন্টারনেটে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে লেনদেন।

বর্তমানে প্রায় ৩৭টি ব্যাংক পুরোপুরি অনলাইন ব্যাঙ্কিং সেবা আর চারটি ব্যাংক আংশিক অনলাইন ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছে। এছাড়া আরও ছয়টি ব্যাংক খুব শিগগিরই অনলাইন সেবা চালু করবে। বর্তমানে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড (ডিবিবিএল) এবং ব্র্যাক ব্যাংক বাংলাদেশে ই-কমার্স মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট সুবিধা দিয়ে আসছে। অদূর ভবিষ্যতে অন্যান্য ব্যাংকও এ সুবিধা চালু করবে।

আউটসোর্সিং বাংলাদেশের জন্য একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় খাত। বাংলাদেশ ব্যাংক অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে দেশে সর্বোচ্চ ৫০০ ডলার পর্যন্ত আনার অনুমতি দিয়েছে। এতে করে বাংলাদেশের আউটসোর্সিং খাতে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, আগামী তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় অনলাইন লেনদেন প্রতিষ্ঠান পেপ্যাল বাংলাদেশীদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। তখন অনেকেই ইন্টারনেটে কাজ করে খুব সহজেই দেশে টাকা আনতে পারবেন।

ই-বাণিজ্য সম্পর্কে কিছু পরিসংখ্যান

উন্নত দেশে ই-বাণিজ্য এখন বিশাল লাভজনক একটি বাণিজ্যিক খাত। যুক্তরাষ্ট্রের ই-বাণিজ্য বাজার বর্তমানে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়। অ্যামাজন, ই-বে'র মতো বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠান সবই যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্সাস ব্যুরো থেকে প্রকাশিত এক রিপোর্টে (practicalecommerce.com/articles/3706-Ecommerce-Shines-in-the-Second-Quarter-of-2012) বলা হয়, ২০১২ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে আমেরিকাতে ই-বাণিজ্যে ৫৪.৮ বিলিয়ন ডলারের লেনদেন সম্পাদিত হয়, যা প্রথম প্রান্তিকের লেনদেনের তুলনায় ৩.৩ শতাংশ বেশি ।

বিখ্যাত গবেষণা প্রতিষ্ঠান কমস্কোর (www.comscore.com) প্রতি প্রান্তিকে আমেরিকার ই-বাণিজ্যের ওপরে রিপোর্ট প্রকাশ করে থাকে। ২০১১ সালের চতুর্থ প্রান্তিকের রিপোর্টে তারা জানায়– অনলাইনে মোট কেনাকাটার পরিমাণ ছিল ৪৯.৭ বিলিয়ন ডলার, যা ২০১০-এর চতুর্থ প্রান্তিকের তুলনায় ১৪ শতাংশ বেশি এবং অনলাইনে কেনাকাটার পরিমাণ গত কয়েক বছর ধরে টানা বেড়ে চলছে। ২০১১ সালে আমেরিকাতে ই-বাণিজ্যের খুচরা লেনদেন বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১৬১.৫ বিলিয়ন ডলারে, যা ২০১০ সালের তুলনায় ১৩ শতাংশ বেশি।

২০১২ সালের প্রথম প্রান্তিকের রিপোর্টে বলা হয়, অনলাইনে কেনাকাটার পরিমাণ ছিল ৪৪.৩ মিলিয়ন ডলার, যা গত বছরের প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় ১৭ শতাংশ বেশি। সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া পণ্যের মধ্যে অন্যতম ছিল ডিজিটাল কনটেন্ট ও সাবস্ক্রিপশন, কমপিউটার সফটওয়্যার, ইলেকট্রনিক্স পণ্য, স্বর্ণ, ঘড়ি, ইভেন্ট টিকেট ইত্যাদি এবং এই প্রতিটি পণ্যের বিক্রি গত বছরের তুলনায় ১৭ শতাংশ বেড়েছে। কমস্কোর আরও উল্লেখ করেছে, আমেরিকাতে ট্যাবলেট পিসি ব্যবহারকারীদের মোট ৩৮ শতাংশ অনলাইনে বিভিন্ন পণ্য কিনছে, যার মধ্যে অন্যতম ছিল কাপড়চোপড়।

২০১২-এর প্রথম ছয় মাসে আমেরিকার ই-বাণিজ্য বাজারের অবস্থা।

চীনেও ই-বাণিজ্যের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। ই-মার্কেটার (eMarketer) নামে আরেকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে বলেছে, চীনের ভোক্তারাও এখন আস্তে আস্তে অনলাইনে কেনাকাটা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে এবং এ বছর চীনের মূল ভূখণ্ডে অনলাইন ক্রেতার সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ২২ কোটিতে, যা আমেরিকার মোট অনলাইন ক্রেতার থেকেও বেশি (১৫ কোটি) এবং ২০১৬ সালে ৪২ কোটিরও বেশি চীনা (১৪ বছর এবং তার থেকে বেশি বয়সের) বছরে অন্তত একবার অনলাইনে কোনো জিনিস কিনবে।

ই-বাণিজ্য মানে শুধু ওয়েবসাইটে কেনাকাটা নয় বরং এর ব্যবহার সার্বজনীন

আপাতদৃষ্টিতে ই-বাণিজ্য বলতে শুধু ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে অনলাইনে কোনো পণ্য বা সেবা কেনা বোঝালেও সত্যিকার অর্থে ই-বাণিজ্য বাস্তবায়ন করার অর্থ হচ্ছে দেশব্যাপী এর সার্বজনীন ব্যবহার নিশ্চিত করা। সর্বস্তরের মানুষের কাছে ই-বাণিজ্য সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হলেই শুধু বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে ই-বাণিজ্য বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়েছে তা দাবি করা যাবে। অনলাইন লেনদেনের বিষয়টি শুধু বড় বড় শহরের মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। গ্রামের সাধারণ মানুষ হয়তো ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড ব্যবহার করতে পারবে না, তবে একই অবকাঠামো ব্যবহার করে আরও ▸

মেলায় টেলিটক থ্রিজি প্যাভিলিয়নে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড়

এক নজরে ই-বাণিজ্য মেলা-২০১৩

স্লোগান	:	ঘরে বসে কেনাকাটার উৎসব
স্থান	:	পাবলিক লাইব্রেরি (সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার) শাহবাগ, ঢাকা
তারিখ ও সময়	:	৭–৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত
আয়োজক	:	কমপিউটার জগৎ
তত্ত্বাবধায়ক	:	জেলা প্রশাসন, ঢাকা
সহযোগী আয়োজক	:	কমজগৎ টেকনোলজিস, অর্পণ কমিউনিকেশন লি:, ওয়ালেটো ও বেসিস
প্রধান পৃষ্ঠপোষক	:	টেলিটক থ্রিজি ও সেলবাজার
সহ-পৃষ্ঠপোষক	:	এসএসএল কমার্জ ও বিকাশ
জেনারেল পার্টনার	:	এখনি ডটকম, আজকেরডিল ডটকম
নলেজ পার্টনার	:	বিডিওএসএন
মার্কেটিং পার্টনার	:	ডেভসটিম লিমিটেড
কমিউনিকেশন পার্টনার	:	সফটকল
ব্লগ পার্টনার	:	সামহয়্যার ইন ব্লগ
ওয়েব পার্টনার	:	বাংলানিউজ২৪ ডটকম
ইন্টারনেট পার্টনার	:	ঢাকাকম
রেডিও পার্টনার	:	ঢাকা এফএম
টেলিভিশন পার্টনার	:	সময় টেলিভিশন
ব্রডকাস্ট পার্টনার	:	৭১ টিভি
অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান	:	৩৪টি
প্রবেশ সুযোগ	:	সবার জন্য উন্মুক্ত।
সেমিনার	:	৭ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩.০০ পেমেন্ট গেটওয়ে, আয়োজক বেসিস ৭ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৫.৩০ ইনফো গ্রাফিক্স প্রেজেন্টেশন অব ই-কমার্স, আয়োজক ক্রিয়েটিভ আইটি লি: ৮ ফেব্রুয়ারি জনগণের দোরগোড়ায় ই-সেবা, আয়োজক জেলা প্রশাসন, ঢাকা ৯ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১.০০ ইন্টারনেট মার্কেটিং ফর ই-কমার্স, আয়োজক ডেভসটিম ৯ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩.০০ ই-বাণিজ্য : গল্পগাথা, আয়োজক বিডিওএসএন

মেলাপ্রাঙ্গণের দর্শনার্থীদের একাংশ

সহজতর প্রযুক্তি নিয়ে তাদের কাছে যাওয়া যেতে পারে। পাশাপাশি ই-বাণিজ্য সেবাগুলো শুধু গুটিকয়েক পণ্য বা সেবা কেনা-বেচার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনে (যেমন– গ্যাসের বিল বাড়ি ভাড়া ট্যাক্স পরিশোধ) ই-বাণিজ্যকে সম্পৃক্ত করা উচিত।

কেনো এ আয়োজন

স্বাভাবিকভাবেই অনেকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে, মাসিক কমপিউটার জগৎ একটি তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক সাময়িকী হয়ে কেনো এ ধরনের একটি মেলার আয়োজন করতে গেল? আসলে আপনাদের অনেকেই, বিশেষ করে কমপিউটার জগৎ-এর নিয়মিত পাঠকেরা জানেন, এটি নিছক একটি পত্রিকা নয়, এটি একটি আন্দোলনেরও নাম। এ আন্দোলন বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে এগিয়ে নেয়ার আন্দোলন। কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক মরহুম আবদুল কাদের একটি বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে ১৯৯১ সালের মে মাসে কমপিউটার জগৎ-এর প্রকাশনার সূচনা করেন। আর সে বিশ্বাস হচ্ছে : একটি পত্রিকাই হতে পারে একটি আন্দোলন। সে বিশ্বাসসূত্রে গত ২২ বছর ধরে আমরা কমপিউটার জগৎকে ব্যবহার করে আসছি এদেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের অন্যতম এক হাতিয়ার হিসেবে। আর তা করতে গিয়ে আমাদেরকে প্রচলিত সাংবাদিকতার অর্গল ভেঙে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। আয়োজন করতে হয়েছে তথ্যপ্রযুক্তিবান্ধব নানা কর্মকাণ্ডের।

আমরাই আয়োজন করি দেশের প্রথম কমপিউটার প্রোগ্রামিং কনটেস্ট, ইন্টারনেট সপ্তাহ এবং মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনী। আমাদেরকে আয়োজন করতে হয়েছে অসংখ্য সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম। দেশের নীতি-নির্ধারকদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাগিদ দিতে হয়েছে সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের জন্য। এসবই ছিল এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে এগিয়ে নেয়ার আন্দোলনের অংশ হিসেবে। তারই ধারাবাহিকতায় আজ আমরা আয়োজন করেছি দেশের প্রথম ই-বাণিজ্য মেলা।

আসলে ই-বাণিজ্য নতুন কোনো ধারণা নয়। বাংলাদেশে ই-বাণিজ্য আসে ১৯৯০ দশকে। ই-বাণিজ্য তথ্যপ্রযুক্তি খাতের একটি সম্ভাবনাময় খাত। এর মাধ্যমে দেশের যেমনি ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি আনা যায়, তেমনি নাগরিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায় অভাবনীয় গতিশীলতা। ই-বাণিজ্য ছাড়া আধুনিক বিশ্বের ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা করা অসম্ভব। এরই মধ্যে দেশের অনেক প্রতিষ্ঠান ই-বাণিজ্য সেবা সরবরাহ করছে বেশ সাফল্যের সাথে। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান এ সেবা চালুর প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে যে গতিতে এদেশে ই-বাণিজ্য সেবা ব্যবহারের বিকাশ লাভ করা দরকার ছিল, এ সেবা ব্যবহারে কাঙ্ক্ষিত সে গতি আসেনি। এর জন্য প্রধানত দায়ী ই-বাণিজ্য ব্যবহারে জনগণের সচেতনতার অভাব। সেই জনসচেতনতার মাত্রা বাড়িয়ে তোলাই এ মেলার আয়োজন। আশা করা যায়, এক্ষেত্রে তা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

মেলা আয়োজনে যত কর্মকাণ্ড

ঢাকা জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে এবং বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর আয়োজনে দেশের প্রথম ই-বাণিজ্য মেলা ৭-৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ঢাকার শাহবাগের পাবলিক লাইব্রেরি (সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার) প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের এই প্রথম ই-বাণিজ্য মেলা সফল করে তোলার লক্ষ্যে গত ১৭ জানুয়ারি ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক পূর্বপ্রস্তুতিমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় মেলাকে সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে আহ্বায়ক করে মেলার আয়োজক কমিটি এবং বেসিসের পরিচালক শাহ ইমরাউল কায়ীসকে আহ্বায়ক করে সেমিনার কমিটি গঠন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এ আলোচনা সভায় ঢাকা জেলা প্রশাসক শেখ ইউসুফ হারুন তার বক্তব্যে বলেন, 'ই-বাণিজ্য বাংলাদেশে একটি নতুন বিষয় মনে হলেও উন্নত বিশ্বে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এর বিস্তার ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে। এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরির জন্য এ মেলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা রাখি।'

মেলা উপলক্ষে ২ ফেব্রুয়ারি বেসিসের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় ই-বাণিজ্য মেলার দ্বিতীয় পূর্বপ্রস্তুতি সভা। এদিন ই-বাণিজ্য মেলার স্টল বরাদ্দ ও স্পন্সরদের তালিকা ঘোষণা করা হয়। মেলা উপলক্ষে বেসিস সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় লটারির মাধ্যমে এক্সিবিটরদের মধ্যে বণ্টন করা হয় ২০টি স্টল। একই সাথে টেলিটক থ্রিজি ও সেলবাজারকে মেলার প্লাটিনাম স্পন্সর এবং বিকাশ ও এসএসএল কমার্জকে গোল্ড স্পন্সর হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

মেলা অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো দর্শকদের আকৃষ্ট করতে বিভিন্ন আকর্ষণীয় সুযোগ ও উপহার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ই-বাণিজ্য মেলায় তাদের সেরা পণ্য ও সেবাগুলো দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করার কথাও ব্যক্ত করে।

ই-বাণিজ্য মেলা ২০১৩-এ অংশগ্রহণকারী অন্যতম এক প্রতিষ্ঠান মোবাইল অপারেটর সিটিসেল তিনব্যাপী এ মেলায় তাদের 'ওয়েবশহর' প্রজেক্টটিকে গুরুত্বসহ দর্শকদের সামনে তুলে ধরার প্রতিশ্রুতি দেয়। একইভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত মোবাইল ফোন অপারেটর টেলিটক ▸

মেলার প্রদর্শক প্রতিষ্ঠান

কমপিউটার জগৎ, ডিসি অফিস, থ্রিজি টেলিটক, সেলবাজার, বিকাশ, এসএসএল কর্মার্জ, কমজগৎ টেকনোলজিস, ওয়ালেটো, এখনি ডট কম, আজকের ডিল ডট কম, বিডিওএসএন, ডেভসটিম, ওয়েবশহর ডট কম, বিডিবাজার২৪ ডট কম, এফএসবি লি:, অ্যারামেক্স ঢাকা লি:, পিসি রেশিও, অংকুর আইসিটি ডেভলাপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ইসুফিয়ানা, মেট্রিক্স সলিউশন, ই-টেক কর্ণার, উপহারবিডি ডট কম, বিডিহাট, এসএসবিসিএল ফ্যাশন ওয়ার্ল্ড, রিয়েলটিওয়াইএট্রডেজ ডট কম, রকমারি ডট কম, দি কোডারো লি:, বগুড়ারদই ডট কম, ইবিপণি ডট কম, প্রিয়শপ ডট কম, টি-জোন, ওয়াওঅনলাইনশপ ডট কম, রূপকথার জামদানি, বিবাহবিডি ডট কম, ওয়ার্ল্ড কম লি:, বাংলাদেশ পোস্ট অফিস, আপনজন ডট কম, শাম্মা মেহেদি আর্ট।

থ্রিজিসহ অন্যান্য অংশ নেয়া প্রতিষ্ঠান তাদের সেরা পণ্য বা সেবা দর্শকদের সামনে উপস্থিত করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

ই-বাণিজ্য মেলার প্রাঙ্গণে ৫টি প্যাভিলিয়নসহ মোট ৪০টি স্টল ছিল। এসব স্টলে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে মোট ৩৪টি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। মেলা উপলক্ষে পণ্য ও সেবা ক্রেতাদের জন্য বিশেষ সুযোগ যেমন ছিল, তেমনি এ বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে মেলা প্রাঙ্গণেই তিন দিনে মোট ছয়টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বেসিস, ক্রিয়েটিভ আইটি, ঢাকা জেলা প্রশাসন, বিডিওএসএন এবং ডেভসটিম এ সেমিনারগুলো পরিচালনা করে। দেশের প্রথম এ ই-বাণিজ্য মেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক অর্থাৎ প্লাটিনাম স্পন্সর হিসেবে ছিল টেলিটক থ্রিজি ও সেলবাজার। সহযোগী পৃষ্ঠপোষক অর্থাৎ গোল্ড স্পন্সর হিসেবে ছিল এসএসএল কমার্জ ও বিকাশ। মেলার সহযোগী আয়োজক ছিল কমজগৎ টেকনোলজিস, অর্পণ কমিউনিকেশন লি:, ওয়ালেটো ও বেসিস।

এ ছাড়া জেনারেল পার্টনার হিসেবে এখনি ডটকম ও আজকেরডিল ডটকম, নলেজ পার্টনার হিসেবে বিডিওএসএন, মার্কেটিং পার্টনার হিসেবে ডেভসটিম লিমিটেড, কমিউনিকেশন পার্টনার হিসেবে সফটকল, ব্লগ পার্টনার হিসেবে সামহয়্যার ইন ব্লগ, ওয়েব পার্টনার হিসেবে বাংলানিউজ২৪ ডটকম, ইন্টারনেট পার্টনার হিসেবে ঢাকাকম, রেডিও পার্টনার হিসেবে ঢাকা এফএম, টেলিভিশন পার্টনার হিসেবে সময় টেলিভিশন এবং ব্রডকাস্ট পার্টনার হিসেবে ছিল ৭১ টিভি।

তিন দিনের এ মেলায় অংশ নয় টেলিটক থ্রিজি, সেলবাজার, বিকাশ, এসএসএল কমার্জ, কমপিউটার জগৎ, ডেভসটিম লিমিটেড, ওয়ালেটো, বিডিওএসএন, ওয়েবশহর ডটকম, আজকেরডিল ডটকম, এখনি ডটকম, ঢাকা জেলা প্রশাসন, বিডিবাজার২৪ ডটকম, পিসিরেশিও ডটকম, অংকুর আইটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ই-সুফিয়ানা, ম্যাকট্রিক্স সলিউশনস, ই-টেক কর্নার লিমিটেড, উপহারবিডি ডটকম, স্টার প্রেজেন্টেশন, বিডিহাট ডটকম, বিবাহবিডি ডটকম, এসএসবিসিএল ফ্যাশন ওয়ার্ল্ড, রিয়েলটি এটুজেড ডটকম, রকমারি ডটকম, দ্য কোডেরো লিমিটেডসহ আরও কিছু প্রতিষ্ঠান।

এবারের মেলাকে সহজে তরুণ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য সামাজিক যোগাযোগের সাইট ফেসবুকের মাধ্যমে মেলার বিভিন্ন আপডেট প্রকাশ করা হয়। আপডেট পেতে www.facebook.com/ECommerceFair ঠিকানার পেজ লাইক করতে হয়। এ ছাড়া মেলার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.e-commercefair.com থেকেও জানা যায় প্রয়োজনীয় তথ্য। মেলা প্রাঙ্গণকে সম্পূর্ণরূপে ওয়াইফাই জোনে পরিণত করা হয়।

উল্লেখ্য, তিন দিনব্যাপী এ মেলার অনুষ্ঠানাদি www.comjagat.com ওয়েবসাইটে ইন্টারনেটে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। মেলা প্রতিদিন সকাল ১০টায় শুরু হয়ে রাত ৮টা পর্যন্ত চলে। মেলা সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল।

উদ্বোধন

'ই-বাণিজ্য মেলা-২০১৩' উদ্বোধন করেন মেলার প্রধান অতিথি বাংলাদেশের ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন এমপি বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: নজরুল ইসলাম খান। মেলা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে মেলার আহ্বায়ক মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ তমাল বলেন, কমপিউটার জগৎ শুধু একটি ম্যাগাজিন নয়, এটি একটি আন্দোলন। ১৯৯১ সাল থেকে দেশে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারে আমরা আন্দোলন করে আসছি। তারই ধারাবাহিকতায় দেশের ই-কমার্সের প্রসারে আমাদের এ উদ্যোগ। অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন তার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, আমাদের দেশের ই-বাণিজ্যের ব্যবহার শুরু হয়েছে সেই নব্বইয়ের দশকে। কিন্তু বাংলাদেশে ই-বাণিজ্যের ব্যবহার যে গতিতে চলার কথা ছিল, ঠিক সেভাবে চলেনি। এর কারণ ই-বাণিজ্য সম্পর্কে এদেশের মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে। এখন চরম সময় ই-বাণিজ্য সম্পর্কে দেশের মানুষকে সচেতন করে তোলা। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের আইসিটি খাত একটি বড় বিনিয়োগক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। মানবসম্পদকে আইসিটিতে দক্ষ করার লক্ষে ৪০০০ ইউনিয়নে ৭০০টিরও বেশি ই-সেবাকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। ব্যান্ডউইডথ ৭ জিপিএস থেকে ২০০ জিপিএস উন্নিত করে ব্যান্ডউডথের দাম প্রতি এমবিপিএস-এ ২৭০০০ টাকা থেকে কমিয়ে ৮০০০ টাকা করা হয়। দেশকে সমৃদ্ধ করতে ই-বাণিজ্যের ব্যবহার আরও শতগুণ বাড়িয়ে তুলতে হবে। ই-বাণিজ্যের সম্ভাবনা অপরিসীম। তিনি ঢাকা জেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান বাংলাদেশের প্রথম এই ই-বাণিজ্য মেলার তত্ত্বাবধান করার জন্য।

বিশেষ অতিথি মো: নজরুল ইসলাম খান বলেন, বাংলদেশ ই-বাণিজ্যের জগতে প্রবেশ করেছে তুলনামূলকভাবে একটু দেরিতেই। তারপরও বাংলাদেশে ই-বাণিজ্য খাতে যথেষ্ট সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। ই-বাণিজ্য ব্যবহার করে আমরা ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও নাগরিক জীবনে অভাবনীয় গতি আনতে পারি। তিনি আরো বলেন, কৃষি পণ্য বাজারজাত করার জন্য ই-কমার্স সফটওয়্যার তৈরি করা হচ্ছে, তিনি সাইবার সিকিউরিটি, সাইবার ফরেনসিক ল্যাব, ইলেক্ট্রনিক মানি ট্রান্সমিশনের তথা পেমেন্ট প্রসেসের ওপর জোর দেন। ঢাকা জেলা প্রশাসক শেখ ইউসুফ হারুন জানান, ই-কমার্স ও অন্যান্য ইন্টারনেট ভিত্তিক সেবার ক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য বিষয় ইন্টারনেটের গতি নিশ্চিত করতে হবে। ই-কমার্সের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়ে জোর দিতে হবে।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শামীম আহসান, পাবলিক লাইব্রেরির মহাপরিচালক নুরুল হোসেন তাকুলদার, টেলিটকের ব্যবস্থাপনার পরিচালক মুজিবুর রহমান এবং সেল বাজারের সিইও অরিন্দ্ড ক্লাক্কার হাউগ।

মেলায় ছিল নানা সুযোগ

মেলায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সেবা ও পণ্য প্রদর্শন ছাড়া গ্রাহক-ক্রেতাদের বিশেষ মূল্যছাড়সহ নানা সুবিধা দিয়েছে।

চাকুরি খুঁজবো না চাকুরি দেবো স্টলে দর্শনার্থীদের ভিড়

এ মেলার অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক টেলিটক তাদের থ্রিজি মডেম মাত্র দুই হাজার দুইশত চল্লিশ টাকায় এবং থ্রিজি সিম ৭৭০ টাকায় বিক্রি করে বিপুলসংখ্যক ক্রেতাসাধারণকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। এসএসএল কমার্জ বাংলাদেশের বৃহত্তম ই-পেমেন্ট গেটওয়ে মেলা উপলক্ষে তাদের ই-কমার্জ সেবার ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন ফ্রি রাখে। এ প্রতিষ্ঠান অনলাইন ব্যবসায় শুরু করার ক্ষেত্রে সার্ভিস দিয়ে থাকে। এসএসএল কমার্জের লাইভ মার্চেন্টগুলোর মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হলো মিনা বাজার ডটকম, এখনই ডটকম, অন্যপ্রকাশ ডটকম ইত্যাদি। ই-বাণিজ্য মেলার আরেক অন্যতম পৃষ্ঠপোষক কোম্পানি সিটিসেল মেলায় তাদের জুম আল্ট্রার ভয়েস বান্ডেলে ১৫০ টাকা, হ্যান্ডসেটে ১৫০ টাকা এবং জুম আল্ট্রা মডেম ও সংযোগে ১৫০ টাকা ছাড় দেয়। এ মেলার আরেক পৃষ্ঠপোষক বিকাশ তাদের সেবাকার্যক্রম তুলে ধরে দর্শনার্থীদের কাছে, যা সবাইকে মুগ্ধ করেছে। বিকাশ মেলায় অ্যাকাউন্ট ওপেন ফ্রি রাখে এবং সাথে কলম উপহার দেয়।

ওয়েবশহর ডটকম তাদের পণ্যে ৫০-৬০ শতাংশ ছাড় দেয়। তাদের ট্র্যাবল সলিউশনে পাঁচতারা হোটেলে তিন রাত-চার দিনের ঢাকা-কক্সবাজার প্যাকেজে জনপ্রতি অফার করে মাত্র ৭৪০০ টাকায়। ওয়ালেটো ই-বাণিজ্য মেলা উপলক্ষে তাদের ই-কমার্স লাইসেন্স ফি এবং সার্ভিসে ৫০ শতাংশ ছাড় দেয়, যা চলবে ৩১ মার্চ পর্যন্ত। এটি বাংলাদেশে একটি কম্প্রেহেনসিভ ▶

অ্যাপ্লিকেশন সার্ভিস প্রোভাইডার। এখনি ডটকম সাইটে সাইনআপ করে সদস্য হওয়া যায় বিনা পয়সায় এবং অনলাইন পণ্য কেনায় ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেয়। এরা হোম ডেলিভারি সার্ভিস দিয়ে থাকে। আজকেরডিল ডটকম প্রতিদিনের পণ্য ও সেবার ওপর আকর্ষণীয় এবং চমকপ্রদ সব ছাড় দেয়। এরা ঢাকাসহ সারাদেশে তাদের পণ্য ডেলিভারি দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে চার্জ রাখে দূরত্বের ওপর ভিত্তি করে।

বাংলাদেশ ডাকবিভাগ ই-বাণিজ্য মেলায় নিয়ে আসে তাদের পোস্টাল ক্যাশ কার্ড। মেলায় মাত্র ৪৫ টাকার বিনিময়ে পোস্ট অফিসে একটি কার্ডভিত্তিক অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগ পায় আগ্রহী সেবাগ্রহীতারা। কমপক্ষে ১০ টাকা ব্যালেন্স রেখে পাঁচ বছর পর্যন্ত অ্যাকাউন্ট সচল রাখার সুযোগ দেয়া হয়। এখানে ই-কমার্স ও এম-কমার্স লেনদেনের সুবিধা ছিল। দ্রুত নিরাপদ ও সাশ্রী আর্থিক লেনদেনে ব্যবহার হয় এই পোস্টাল ক্যাশ কার্ড।

ম্যাকট্রিক্স ই-বাণিজ্য মেলার তাদের বিভিন্ন ধরনের সার্ভিসে ১০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেয়। মেলা ৩৬৫ ডটকম অফার অনলাইন ফ্রি হোম ডেলিভারি সার্ভিসে এবং ঢাকঢোল ডটকম মেলায় মাত্র ১০ টাকায় কপিরাইট গান ডাউনলোড করার সুযোগ দেয়। ই-টেক কর্নার অফার করে ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিংয়ে প্রশিক্ষণে ছাড়। ই-বিপণন ডটকম এ মেলায় তাদের তালিকাভুক্ত ব্যবসায়ে বিভিন্ন পণ্যের ১০-৩০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেয় পণ্যের ওপর ভিত্তি করে। বগুড়া দই ডটকম শতকরা ৫ ভাগ ছাড়ে বিখ্যাত বগুড়ার দই হোম ডেলিভারি করে থাকে। ওয়াও অনলাইন শপ ডটকম প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী কমদামে ডেলিভারি করে।

লক্ষাধিক বইয়ের সংগ্রহশালা রকমারি ডটকম। এ প্রতিষ্ঠান ফোনে বা অনলাইনে অর্ডার গ্রহণ করে হোম ডেলিভারির সময় টাকা বুঝে নেয়। এরা সারাদেশে এ সার্ভিস দিয়ে আসছে এবং সার্ভিস চার্জ মাত্র ৩০ টাকা। বাংলাদেশি পেমেন্ট গেটওয়ে সার্ভিস প্রোভাইডার ইজিপেওয়ে ডটকম মেলা উপলক্ষে ফ্রি সাইনআপের সুযোগ দেয়। স্টার্টারদের জন্য আর প্রফেশনালদের জন্য ১০ হাজার টাকা ছাড় দেয়। প্রতিটি পণ্যের বিক্রির ওপর ৫ শতাংশ চার্জ ধার্য করে, আর প্রফেশনালদের ক্ষেত্রে ৮.৯০ শতাংশ চার্জ ধার্য করে প্রতিটি পণ্য বিক্রির পেছনে।

বাংলাদেশে সবচেয়ে তথ্যসমৃদ্ধ রিয়েল এস্টেট ওয়েবসাইট realtya2z.com মেলায় ফেসবুকে লাইক দিলেই উপহার দেয়। আপনজন ডটকম এ মেলায় বিভিন্ন পণ্যের ওপর ৭০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেয়। বইমেলা উপলক্ষে সব বইয়ের ওপর ২৫ শতাংশ ছাড় দেয়। অনলাইনে অর্ডার নেয়া এবং পণ্য বুঝে নিয়ে টাকা পরিশোধের সুযোগ দেয়। এছাড়া তারা ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৬ দিনব্যাপী ফেসবুকে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করে এবং মেলার সমাপনী দিনে ক্যুইজ বিজয়ীদের পুরস্কার দেয়। পিসিরেশিও ডটকম বিভিন্ন পণ্যের ওপর ছাড় দেয়। বিবাহবিডি ডটকমে রয়েছে অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম। অনলাইনে বিবাহবিডি ডটকমে ফ্রি ও পেইড মেম্বারশিপের অফার করে। অ্যারোম্যাক্সের সুলভ দামে কাস্টোমাইজ সলিউশনে সম্পৃক্ত রয়েছে ই-স্টোর ডেভেলপমেন্ট অর্ডার পূর্ণকরণ, ওয়্যারহাউজিং ও কাস্টম ক্লিয়ারেন্স। অঙ্কুর আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন তুলে ধরে তাদের আইসিটিভিত্তিক বিভিন্ন সেবা, বাংলা সফটওয়্যার ও সফটওয়্যার ম্যানুয়াল বাংলায় অনুবাদ ইত্যাদি। ই-সুফিয়ানা ডটকম একটি অনলাইন শপ। এর মাধ্যমে ঘরে বসে যে কেউ পণ্য কেনার সুযোগ পাবেন। এর সদস্য হলে এটি ১০ শতাংশ ছাড় দেয় যেকোনো পণ্যে। ঢাকার ভেতরে পণ্য সরবরাহ করা হয় বিনা সার্ভিস চার্জে এবং ঢাকার বাইরে হলে ১০০-১৩০ টাকা সার্ভিস চার্জ দিতে হয়।

কমপিউটার জগৎ আয়োজিত ই-কমার্স নেটওয়ার্কিং শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন এন. আই. খান

কমপিউটার জগৎ আয়োজিত ই-কমার্স নেটওয়ার্কিং শীর্ষক সেমিনারে অংশ নেয়া দর্শক-শ্রোতার একাংশ

সেমিনার

ই-বাণিজ্য মেলা চলার সময় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

৭ ফেব্রুয়ারি বেসিস আয়োজন করে 'হাউ স্মল বিজনেস ক্যান বেনিফিট ফ্রম ই-কমার্স' শীর্ষক সেমিনার। এ সেমিনার এসএসএল কমার্জের জেনারেল ম্যানেজার তুলে ধরেন দেশে ই-কমার্স বিস্তার হলে কীভাবে উপকৃত হওয়া যায়। এছাড়া বক্তারা পেমেন্ট গেটওয়ে কিভাবে ব্যবহার করা যায় তা তুলে ধরেন।

৭ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সেমিনারটি আয়োজন করে ক্রিয়েটিভ আইটি লি:। এই সেমিনারের শিরোনাম ছিল 'ইনফো গ্রফিক প্রেজেন্টেশন ইন ই-কমার্স'। এ সেমিনারের মূল বক্তা ছিলেন ক্রিয়েটিভ আইটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মইনুল হোসেন। সেমিনারে বক্তারা ই-কমার্সে গ্রাফিকের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

পরদিন ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখ শুক্রবার সকালে ঢাকা জেলা প্রশাসনের আয়োজনে 'ই-সার্ভিস: জনগণের দোরগোড়ায় সেবা' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা জেলা প্রশাসনের সহকারি জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জিল্লুর রহমান। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহকারি কমিশনার ড. রহিমা খাতুন।

সেমিনারে বক্তারা বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে এখন অনেকাংশে এগিয়ে গেছে। জেলা প্রশাসন অফিসগুলোতে ই-সার্ভিসের মাধ্যমে এখন সাধারণ জনগণ ঘরে বসে সেবা পাচ্ছেন। মোবাইলে এসএমএস-এর মাধ্যমে জেনে নিতে পারছেন তার আবেদনটি গৃহীত হয়েছে কি না। আগামীতে টোল ফ্রি ফোন সার্ভিস দেওয়া হবে। দেশের ই-কমার্স বাণিজ্য প্রসারে নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

ই-বাণিজ্য মেলার অংশ হিসেবে ৯ ফেব্রুয়ারি শনিবার সকালে কমপিউটার জগৎ এর আয়োজনে 'ই-কমার্স নেটওয়ার্কিং' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব নজরুল ইসলাম খান (এন আই খান), ঢাকা জেলা প্রশাসনের সহকারি জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জিল্লুর রহমান প্রমুখ। সেমিনারে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ ই-বাণিজ্যে অনেকাংশে এগিয়ে গেছে। তাই সময় এসেছে এ বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রনয়ন করার। নতুন যে আইসিটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে সেখানে ই-বাণিজ্যকে যুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। এই সেক্টরে যাতে কোনো অনিয়ম না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হবে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এগিয়ে আসলে অবশ্যই বাংলাদেশে ই-বাণিজ্য সফল একটি অর্থনৈতিক খাত হিসেবে রূপ নেবে।

বেলা সাড়ে ১১ টায় সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ও ইন্টারনেট মার্কেটিং সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান ডেভসটিম লিমিটেডের আয়োজনে ▸

অনুষ্ঠিত হয় 'ইন্টারনেট মার্কেটিং ফর ই-কমার্স' শীর্ষক সেমিনার। এতে ই-কমার্স সাইটের সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন সম্পর্কে আলোচনা করেন ডেভসটিম লিমিটেডের সহ-প্রতিষ্ঠাতা নাসির উদ্দিন শামীম। এছাড়া ই-কমার্স সাইটের বিভিন্ন মার্কেটিং কৌশল সম্পর্কে ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্রাটেজিস্ট আসিফ আনোয়ার পথিক ও সাইটের ব্রান্ডিং সম্পর্কে ব্রান্ডগিয়ারের প্রধান নির্বাহী মির্জা ইলিয়াস কর্ণেল আলোচনা করেন।

এছাড়া বিকেল ৩ টায় বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক- বিডিওএসএন এর আয়োজনে 'ই-বাণিজ্য: গল্পগাঁথা' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন ই-বাণিজ্য সাইট এখনি ডটকমের অপারেশন হেড ফারহানা নাজনীন ও রকমারি ডটকমের প্রধান নির্বাহী মাহমুদুল হাসান সোহাগ। সেমিনারে বাংলাদেশে ই-বাণিজ্য সাইটগুলোর অতীত, বর্তমান ও ভবিষৎ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এছাড়া বক্তারা তাদের নিজনিজ প্রতিষ্ঠানের ই-বাণিজ্যে সমস্যা, সম্ভাবনা ও সাফল্য-ব্যর্থতার কথা অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে তুলে ধরেন। এই খাতকে কিভাবে এগিয়ে নেওয়া যায় সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। সেমিনারটি পরিচালনা করে বিডিওএফএন-এর সেক্রেটারি জেনারেল মুনির হাসান।

সমাপনী অনুষ্ঠান

মেলা সমাপনী অনুষ্ঠানে মেলার আহ্বায়ক আবদুল ওয়াহেদ তমাল এ মেলা সফলভাবে শেষ হওয়ার পেছনে মেলার পৃষ্ঠাপোষক প্রতিষ্ঠানগুলোসহ মেলায় অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানান। তিনি এ মেলায় অংশগ্রহণকারীরা কে কেমন ব্যবসায় করছে, তা সবার সামনে উপস্থাপন করেন।

বেসিসের সাবেক সভাপতি মাহমুদুজ্জামান বলেন, এ মেলা তারুণ্যের জোয়ার বয়ে এনেছে। ই-বাণিজ্যের বিস্তারের ক্ষেত্রে যেসব বাধা আছে বিশেষত মনস্তাত্ত্বিক বাধাগুলো প্রথমে চিহ্নিত করে দূর করতে হবে। যেহেতু ই-বাণিজ্য কনসেপ্ট অপেক্ষাকৃত নতুন, তাই এ ব্যবসায়ের সাথে যারা জড়িত তাদেরকে ই-সেবা গ্রহীতাদের আস্থা অর্জন করতে হবে সবার আগে। অনলাইনে কেনাবেচার জন্য সার্টিফায়েড ব্র্যান্ডিং ইমেজ খুবই দরকার, যা সহজে অর্জন করা যায় না। এই ব্র্যান্ডিং ইমেজ সৃষ্টিতে সবাইকে মনোযোগী হতে হবে। এখনই ডটকমের অপারেশন হেড ফারহানা নাজনীন জানান, বাংলাদেশে ই-বাণিজ্য ধারণাটি নতুন। এ তিন দিনের মেলায় ৪৫০টি রেজিস্ট্রেশন হয়, যা আমাদের প্রত্যাশার বাইরে। বাংলাদেশে কতগুলো ই-কমার্স সাইট রয়েছে তার একটি লিস্ট তৈরির অনুরোধ জানান তিনি। তিনি ই-বাণিজ্যের বিদ্যমান পণ্য সরবরাহ সমস্যা দূর করার পরামর্শ দেন উদ্যোক্তাদের।

বিডিওএসএন-এর সাধারণ সম্পাদক মুনীর হাসান এ মেলা আয়োজনে কমপিউটার জগৎকে সহযোগিতা করায় ঢাকা জেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান। তিনি ই-বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান যাতে এক্ষেত্রে এমএলএ-এর মতো প্রতিষ্ঠানের আবর্ভাব না ঘটে।

অ্যাসোসিওর প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ হেল কাফি বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে ৪০টির বেশি ডটকম কাজ করছে তা আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়েছে। তিনি ই-বাণিজ্যের সাথে যারা জড়িত তাদের জন্য নিয়মিতভাবে নিউজ লেটার বা ডিরেক্টরি তৈরির তাগিদ দেন এবং এক্ষেত্রে কমপিউটার জগৎ-কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার অনুরোধ জানান। এ মেলা আয়োজনে কমপিউটার জগৎ-কে সহযোগিতা করার জন্য

সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মেলার আহ্বায়ক আবদুল ওয়াহেদ তমাল

ঢাকা জেলা প্রশাসককে ক্রেস্ট দিচ্ছেন কমপিউটার জগৎ-এর প্রকাশক নাজমা কাদের

ঢাকা জেলা প্রশাসনকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান।

বিসিএসের সাবেক প্রেসিডেন্ট মোস্তাফা জব্বার বলেন, বর্তমানে শাহবাগ চত্বরে যে গণজাগরণ চলছে তেমনই গণজাগরণ বয়ে যাবে এদেশের ই-বাণিজ্যে। সেই স্রোতে ভেসে যাবে এদেশের প্রচলিত বাণিজ্য মেলা। বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য অনেক দিন আগে শুরু হলেও তা তেমন বিস্তৃত হয়নি। তবে ইদানীং ই-বাণিজ্যের বেশ বিস্তার ঘটছে। তাই ই-বাণিজ্যে যেনো কোনো প্রতারণার ঘটনা না ঘটে সেজন্য আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে। অন্যথায় ই-বাণিজ্যের প্রতি মানুষের আস্থা হারিয়ে যাবে, যার পরিণাম হবে ভয়াবহ। তাই তিনি ই-বাণিজ্যে নিয়মিত মনিটরিংয়ের দাবি জানান। তিনি আরো বলেন, ই-বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য দরকার ইন্টারনেট। আজ শাহবাগে যে গণজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তার পেছনে ইন্টারনেটের এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং ইন্টানেটের চার্জ কমিয়ে আনতে হবে এ ধরনের গণজাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে। এর ফলে ই-বাণিজ্য সম্প্রসারণে প্রধান বাধাগুলোর অন্যতম একটি দূর হবে। কমপিউটার জগৎ আয়োজিত দেশের প্রথম ই-বাণিজ্য মেলার তত্ত্বাবধানে থাকায় ঢাকা ডিসিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান তিনি।

জেলা প্রশাসক শেখ ইউসুফ হারুন বলেন, তিন দিনের এই ই-বাণিজ্য মেলা ছিল তরুণ উদ্যোক্তাদের এক মিলন মেলা। এ মেলা আয়োজন করে কমপিউটার জগৎ এদেশের তরুণ সমাজকে ব্যাপকভাবে উদ্বেলিত করেছে। কমপিউটার জগৎ-এর এ প্রচেষ্টাকে আমরা স্বাগত জানাই। কমপিউটার জগৎ এ ধরনের ই-বাণিজ্য মেলা যেনো দেশের বিভিন্ন জেলায় আয়োজন করে, সে জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয়ার আশ্বাসও তিনি দেন। ইতোমধ্যে আইসিটি মন্ত্রণালয়ের সচিব এন আই খান সিলেটে ই-বাণিজ্য মেলা আয়োজনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে চাইলে সবার সহযোগিতা দরকার। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কার্যক্রম হিসেবে ইতোমধ্যে সরকার ইউনিয়ন তথ্য সেবাকেন্দ্র খুলেছে, যার মাধ্যমে জনগণ তার প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো খুব সহজেই পেতে পারে জেলা শহরে না গিয়ে।

ই-বাণিজ্য মেলা ২০১৩ সফলভাবে শেষ হবার পেছনে যারা বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং আগামীতেও এ ধরনের মেলা আয়োজনে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সবার সহযোগিতা কামনা করেন কমপিউটার জগৎ-এর প্রকাশক নাজমা কাদের। সবশেষে মেলায় অংশগ্রহনকারীদের প্রতিনিদের হাতে বিশেষ ক্রেস্ট প্রদান করা হয় মেলা আয়োজকের পক্ষ থেকে।